দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ২৫.৪.৮৫ ...
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ... ১ ...

0-004

কলেজগুলির সমস্যা

সদ্য প্রকাশিত এইচএসসি পরীক্ষার রেজাল্ট দিয়েই কথাটা শুরু করি। এবার শিক্ষাবোর্ডের রেজাল্ট বইয়ে অবশ্য ফলাফলের ওপর সামগ্রিক কোন পরিসংখ্যান সংযোজিত হয়নি। তবুও বিভিন্ন কলেজের পাস ফেলের সংখ্যায় চোখ বুলিয়ে যতটা বোঝা যায় তা হচ্ছে, এবারও সেই নামকরা কলেজগুলিই ভালো রেজাল্ট দেখিয়েছে। ঢাকা শহরের এবং ঢাকা শহরের নামীদামী কলেজের পরীক্ষার্থীরাই অধিক সংখ্যায় ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছে। এই সব কলেজে ফেলের সংখ্যাও প্রায় শূন্য।

অন্যদিকে খারাপ কলেজগুলি যথারীতি খারাপ রেজাল্ট করেছে। প্রথম বিভাগে দুয়েকজন করে মাত্র উত্তীর্ণ হয়েছে—ফেল করা ছাত্রের সংখ্যাও এইসব কলেজে বেশী। অর্থাৎ প্রতি বছর যা ঘটেছে এবারও ঠিক তাই।

নামীদামী কলেজগুলি ভালো ভালো ছাত্রছাত্রী ভর্তি করে, অভিজ্ঞ শিক্ষকরা সেখানে, অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাও তারা পায়। গরীব দীপ্তিহীন কলেজগুলি সব ছাত্রছাত্রীকেই ধারণ করে, অনেক অসুবিধা তাদের, খারাপ রেজাল্ট করে তাদেরই অন্ধকারে মুখ গুঁজতে হয়।

এই ভরকেন্দ্র প্রতিবছরই পাসফেল এবং ভর্তির সমস্যা তৈরি করে চলেছে: শিক্ষার মানও সেই নীচুতে বাঁধা পড়ে থাকছে। অথচ গরীব কলেজগুলির মান ভালো করার উদ্যোগ নিলে শিক্ষার সমস্যা, ভর্তির সমস্যা, ফেলের সমস্যা অনেকখানি দূর হত।

ঢাকা শহরেরই বেসরকারী, উপেক্ষিত কলেজগুলির দশা কি? এমন কলেজ ঢাকায় অনেক আছে যেখানে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা করে কিন্তু উপযুক্ত ভবন নেই, সরঞ্জাম নেই, বেতন নেই। অথচ তারাই শিক্ষাবিস্তারের মূল দায়িত্ব বহন করে চলেছে।

আমাদের দেশে বেসরকারী সেক্টরে এমন প্রবল শিক্ষানুরাগীর সংখ্যা কম যারা শিক্ষায়তনের দুর্দশা মোচনে এগিয়ে আসবেন। আসলে সরকারই একমাত্র ভরসা। শিক্ষায়তনগুলি সম্পর্কে জরীপ চালিয়ে সরকার যদি সাহায্যের হাত সম্প্রসারিত করেন তাহলে বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে। পরীক্ষায় ভালো রেজাল্টও দেখাতে পারবে। কয়েকটি সুবিধা-ভোগী সুযোগপ্রাপ্ত কলেজ বা স্কুল দিয়ে আমাদের শিক্ষা সমস্যার সমাধান হবে না। আমরা এই সমস্যাটির দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।